20

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সেশন জট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেডিক্যাল কলেজই সবচেয়ে পিছিয়ে আছে

।। আব্দুল্লাহ আল মামুন ।।

সেশন জটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ৪টি মেডিক্যাল কলেজেই অধ্যয়ন চলছে ৭টি শিক্ষাবর্ষে। এইগুলোতে এখন কোন নিয়মিত পেশাগত পরীক্ষাই যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। কমপক্ষে ৪ মাস এবং সর্বাধিক ১ বছর সময় বেশী লাগছে।

গত মে মাসে অনুষ্ঠিত ৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের ১ম পেশাগত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৩ বছরে যদিও স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী দু' বছরের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশের কথা। পরবর্তী ৮৮-৮৯ শিক্ষাবর্ষের ২ বছর ৪ মাস অতিবাহিত হলেও

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪টি মেডিক্যাল কলেজই

(প্রথম পৃঃ পর)

এখনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

আগামী জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিতব্য ৮৪-৮৫ শিক্ষাবর্ষের ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১ বছর ৮ মাসে। এছাড়া চলতি মাসে ৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষের তৃতীয় পেশাগত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ বছর ৪ মাসে।

কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে, যথাসময়ে পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সম্পন্ন না হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদের স্বেচ্ছায় পরীক্ষা বর্জনের কারণে এই পরীক্ষাগুলো যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদভুক্ত এই ৪টি মেডিক্যাল কলেজে সর্বশেষ এমবিবিএস কোর্স ৫ বছরে সম্পন্ন হয়েছে ১৯৮৪ সালে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের জনৈক ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করলে তার মুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু হয় এবং ৪টি মেডিক্যালের সকল পেশাগত পরীক্ষাই ৪ মাস পিছিয়ে যায়। এরপর থেকে বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন সময় পরীক্ষা পিছানো অব্যাহত থাকলে এই জট সৃষ্টি হয় এবং বর্তমানের জটিল আকার ধারণ করে।

বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য এই কলেজগুলো বন্ধ থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কর্মদিবসের স্বল্পতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপন এবং পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটে।

গত দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের অবদান রাখার কারণে কয়েকবার, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে মেডিক্যাল কলেজগুলোও অনির্দিষ্টকালের জন্য তৎকালীন সরকার বন্ধ করে দেন। বিশেষত ঢাকায় অবস্থিত মেডিক্যাল কলেজ দুটো ১৯৮৭ এবং ১৯৯০-এর গণআন্দোলনের সময়ে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। অপরদিকে স্বাস্থ্যনীতি বিরোধী আন্দোলন, ডাক্তার ও কর্মচারীদের ধর্মঘট, কারিকুলাম বিরোধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসবে কলেজসমূহ খোলা থাকলেও কোন ক্লাস হতে পারেনি। এছাড়া বন্যা পরিস্থিতি এবং ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষের কারণেও এই কলেজগুলো দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ থেকেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ৪টি মেডিক্যাল কলেজে গড়ে বছরের প্রায় অর্ধেক সময়ে কোন ক্লাস হয়নি।

অপরদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদ নিয়ন্ত্রণাধীন ২টি মেডিক্যাল কলেজ কম সময় বন্ধ থাকায় তাদের কোর্স অপেক্ষাকৃত আগে শেষ হয়েছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা আগে পরীক্ষা দিতে পেরেছেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজশাহী ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংঘর্ষের কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলেও কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে কোর্স শেষ করান এবং জানুয়ারী, মে ও সেপ্টেম্বর মাসের বাইরেও সুবিধাজনক সময়ে ছাত্রদের পরীক্ষা নিয়ে যথাসম্ভব সেশন জট এড়ানোর চেষ্টা করেন। যদিও এটা কারিকুলাম বহির্ভূত পদক্ষেপ। অন্তর্বর্তীকালীন এই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নিয়মটি বর্তমানে মিডটার্ম পদ্ধতি নামে পরিচিত, যদিও বিএমডিসি প্রণীত কারিকুলামে এরূপ কোন পদ্ধতির উল্লেখ নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজগুলো একদিকে অধিক সময় বন্ধ থাকায় কোর্স শেষ করতে যেমন বিলম্ব ঘটেছে, অপরদিকে এই মিডটার্ম পদ্ধতি না থাকায় পরীক্ষাগুলোও দেরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন বর্ষের কোর্স ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হলেও মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিতে পারেনি। মে মাসে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে।

পরীক্ষার ফল প্রকাশেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘসূত্রতার অভিযোগ রয়েছে। অফিসিয়াল রেজাল্ট দিতে আড়াই মাস সময় লেগেছে এমন সাম্প্রতিক নজীরও রয়েছে।